



50308 - যদি কোন নারী চল্লিশদিনের আগেই নফিস থেকে পবিত্র হয়ে যান তাহলে তাকে গোসল করে নামায ও রোযা পালন করতে হবে

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী প্রায় ১৫ দিন আগে শাবান মাসে সন্তান প্রসব করছে। তার নফিসের রক্তস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিতি হয় তাহলে কিসে নামায, রোযা, উমরা, কুরআন তলোওয়াত ও তারাবীর নামায ইত্যাদি শরয়ী দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে? নাকি তাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে; যমেনটিকটে কটে বলছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমহুর আলমের মতে, জমহুরের মধ্যে চার ইমামও রয়ছেন: নফিসের সর্বনমিন সময়েরে নরিদ্ষিট কোন ময়োদ নহে। কোন নারী যখনই নফিস থেকে পবিত্র হবে তখনই গোসল করা, নামায ও রোযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি; এমনকি সটো যদি সন্তান প্রসবের ৪০ দিন আগে হয় তবুও। “কনেনা শরয়িতে নফিসেরে সর্বনমিন ময়োদ সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয়নি। এ ব্যাপারে বাস্তবে যা পাওয়া যায় সটোই ভিত্তি। বাস্তবে নফিসেরে ময়োদ কমও পাওয়া যায়, বেশেও পাওয়া যায়।”[এটি বলছেন ইবনে কুদামা তার ‘আল-মুগনি (১/৪২৮)]

বরং কোন কোন আলমে এ অভিমতেরে ওপর আলমেদের ইজমা (মতকৈয়) বরণনা করছেন। তরিমযি (রহঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীবর্গ, তাবয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী আলমেগণ এ মর্মে ইজমা করছেন যে, নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশদিন পর্যন্ত নামায পড়বেন না; তবে চল্লিশ দিনের আগেই যদি পবিত্রতা দেখেন তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়া শুরু করবেন।”[সমাপ্ত][দেখুন: আল-মাজমু (২/৫৪১)]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয় (১৫/১৯৫): যদি নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার জন্ম রোযা রাখা ও নামায আদায় করা কি জায়যে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ; যদি তিনি পবিত্র হয়ে যান তবে তার জন্ম রোযা রাখা, নামায পড়া, হজ্জ করা ও উমরা করা জায়যে হবে এবং তার স্বামীর জন্ম তার সাথে সহবাস করাও বধৈ হবে। যদি কটে ২০ দিনেরে দিন পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন এবং তার স্বামীর জন্ম তিনি হালাল হবেন। উসমান বনি আবুল আস থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তবে তার এ মাকরুহ মনে করার ব্যাখ্যা হবে তিনি এটাকে ‘মাকরুহে তানযহি’



মনে করতনে এবং এটি এ সাহাবীর নজিস্ব ইজতহাদ; যার পক্ষে কোন দলিলি নহে।

সঠকি অভমিত হল: এতে কোন অসুবধি নহে। যদি কটে ৪০ দিনরে আগহে পবত্ৰি হয় তাহলে তার এ পবত্ৰি সঠকি। চল্লশি দিনরে মধ্যে যদি পুনরায় স্ৰাব শুরু হয় তাহলে সঠকি মতানুযায়ী, চল্লশি দিনি পরযন্ত সটো নফিস হসিবে গণ্য হবে। তবে, ইতপূর্বে পবত্ৰি অবস্থায় তার পালনকৃত রোযা, নামায ও হজ্জ সহহি। যহেতে এগুলো পবত্ৰি অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। তাই এগুলো পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নহে।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৪৫৮) এসছে:

“যদি কোন নফিসগ্রস্ত নারী চল্লশিদিনি পূর্ণ হওয়ার আগহে পবত্ৰিতা দেখতে পান তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করবনে এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল (১০/১৫৫) এমন এক নারী সম্পর্কে যিনি রমযানরে সাতদিনি আগে সন্তান প্রসব করে পবত্ৰি হয়েছেন এবং রমযানরে রোযা পালন করেছেন। জবাবে তাঁরা বলেন: যদি বাস্তবে এমনটি হয়ে থাকে তাহলে পবত্ৰি অবস্থায় তার রমযানরে রোযা পালন সহহি; তাকে রমযানরে রোযার কাযা পালন করতে হবে না।[সমাপ্ত]